দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 JUN 1987
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

৭ই আষাঢ় ১৩৯৪

সমস্যার বেড়াজালে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ সমস্যা সমাধানের অভাবে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উপযুক্ত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। পদ্মা ও মেঘনার ভাঙ্গন ৩টি উপজেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাভাবে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হইতেছে না। কোন কোন সরকারী বিদ্যালয়েও অচলাবস্থা বিরাজমান।

মানিকগঞ্জ: হরিরামপুর এলাকার রামচন্দ্রপুর সুতালড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পদ্মা গর্ভে বিলীন হওয়ার পর জেলা বোর্ড সড়কের উপর স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু কয়েক বছর যাবৎ চালা, বেড়া ও আসবাবপত্রহীন অবস্থায় রহিয়াছে —ইত্তেফাক

মানিকগঞ্জ হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, পদ্মা ও যমুনা নদীর সর্বনাশা ভাঙ্গনে হরিরামপুর, শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলা এলাকার বিলীন হইয়া যাওয়া গ্রামসমূহের সর্বহারা পরিবারগুলি যেখানে সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করিয়া নিলেও ঐ সব পরিবারের বালক বালিকারা শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। ভাঙ্গনের মুখ হইতে ঐ সব এলাকার বিদ্যালয়গুলি কোন রকম অন্যত্র সরান হইলেও এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নাই। এক বেসরকারী হিসাবে জানা যায়, স্বাধীনতার পর ঐ পর্যন্ত উল্লিখিত ৩টি এলাকার বিপুল সংখ্যক বাড়ীঘর ও জমি ছাড়াও ২১টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ২১টি মাদ্রাসা মসজিদ পদ্মা ও যমুনা গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। পরে ঐ বিদ্যালয়ে একটু দূরবর্তী সড়কে নদীর পাড়ে বাঁশচরের মধ্যে কোন রকমে খাড়া করা হইলেও আসবাব পত্র শিক্ষা সরঞ্জাম এমনকি কোন কোনটির (১)

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUN 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সমস্যার বেড়াজালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(৩য় পৃঃ পর)

চালা ও বেড়া পর্যন্ত নাই। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ের কিছু মালামাল রক্ষা করা হইলেও তাহা বিনষ্ট বা খোয়া গিয়াছে। শিক্ষার বহুমুখী বাধা-বিপত্তির কারণে ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যায় না। স্বল্প সংখ্যক গেলেও তাহারা শিক্ষা পায় না। শিক্ষকরা শুধু মাত্র হাজিরা দিয়া চলিয়া যান। অপর দিকে পদ্মা ও যমুনার চর এলাকায় বহু পরিবার বসতি স্থাপন করিলেও তীব্র শিক্ষা সমস্যা বিরাজ করিতেছে।

নবাবগঞ্জ

নবাবগঞ্জের (ঢাকা), নবাবগঞ্জ-দোহার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলায় বেশ কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় ও জুনিয়র বিদ্যালয় বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে পড়িয়া কোনরকমে চলিয়া আসিতেছে। কেরানীগঞ্জ উপজেলার শাক্তা উচ্চবিদ্যালয়টি ঝড়ে বিধ্বস্ত হইতে পারে। নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে (বালিকা), ১টি টিনের ঘরে ক্লাস নেওয়া হয়। ঘরটি কাত হইয়া আছে। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিলেই মেয়েরা ক্লাস ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

দোহার উপজেলার ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থাও করুণ। উল্লিখিত ৩টি উপজেলার ২৫/২৬টি বিদ্যালয়ের কোনটিতেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক নাই। দরজা, জানালা, বেড়া, চালা ছাড়াও আসবাবপত্রের নিদারুণ অভাব রহিয়াছে। শ্রেণী কক্ষের অভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা বসার প্রয়োজনীয় ঠাঁই পায় না। খেলার মাঠ ও বিজ্ঞানাগার নাই কয়েকটি বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়গুলি মেরামত এবং কোন কোনটি পুনঃনির্মাণ প্রয়োজন হইলেও অর্থাভাবে কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

লালমনিরহাট

লালমনিরহাটের সংবাদদাতা জানান, লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম এই ৫টি উপজেলার বিভিন্নস্থানের বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি বহুমুখী সমস্যা বিশেষ করিয়া অর্থাভাবের কারণে কোন কোন বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে। জেলার উল্লিখিত এলাকার প্রায় ৭৫টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিলেও কোনটিই মোটামুটি ভালভাবে চালান সম্ভব হইতেছে না। সারা জেলায় ৫টি কলেজ থাকিলেও ৩টি কলেজে বিজ্ঞান কোর্সের ব্যবস্থা নাই। এইগুলিতে প্রয়োজনীয় ছাত্রের অভাব, শিক্ষকের অভাব, বিজ্ঞান ভবনের অভাব, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও বিজ্ঞান যন্ত্রপাতির অভাব রহিয়াছে। আদিতমারী উপজেলায় কোন কলেজ নাই। লালমনিরহাটে একটি কলেজ সরকারীকরণ করা হইলেও ইহা সমস্যা জর্জরিত। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত বেতন দিতে পারিতেছে না। জেলার প্রতিটি কলেজের শিক্ষকদের ৫/৬ মাস করিয়া বেতন বাকী পড়িয়াছে। জেলার হাইস্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরাও দীর্ঘদিন ধরিয়া বেতন নিয়মিত পান না। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বছরে বছরে হ্রাস পাইতেছে।

পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ের সংবাদদাতা জানান, সরকারীকরণের ৬ বৎসর পরেও পঞ্চগড় বিঞ্চু প্রসাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের বহুমুখী সমস্যার তেমন একটা সমাধান হয় নাই।

ইদানীং শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, সীমানা দেওয়াল, বিদ্যুতায়ন, ভাংচুর, দরজা জানালা মেরামত, ছাদ সংস্কার, প্রভৃতি সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক কর্মচারীও নাই। এই সংস্কারহীন বিদ্যালয়ে বর্ষা মৌসুমে কাকভেজা হইয়া এবং গ্রীষ্মের প্রখর দাহ সহ্য করিয়া ক্লাস করিতে হয়।

উল্লেখ্য, পূর্বে এই বিদ্যালয়ে ৯ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বিদ্যালয়টি সরকারীকরণের পর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সংকুচিত করিয়া প্রায় ৫ শতের কোঠায় নামানো হয়। কিন্তু বসার বেঞ্চের অভাব এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে ইদানীং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আরও হ্রাস পাইতেছে। লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই নাই। ২৯ জন শিক্ষকের স্থলে ২১ জন ও ১২ জন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর স্থলে মাত্র ৩ জন রহিয়াছেন। অপরদিকে ১৯৬৫ সালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ শুরু হইলেও অর্থের অভাবে এ পর্যন্ত ঐ পাকা ভবন অর্ধ নির্মিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আলী এক সাক্ষাৎকারে জানান, গত ১৯৮১ সালের ১লা এপ্রিল বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করার পর ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন ও অন্যান্য খাত হইতে উপার্জিত অর্থ উন্নয়ন কাজে ব্যয় করার ক্ষমতা সরকারীভাবে রহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বিদ্যালয়টির উন্নয়ন কাজের জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই।

সিংড়া

নাটোরের সংবাদদাতা জানান, সিংড়া উপজেলার দমদমা পাইলট হাইস্কুলটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন স্কুলটিতে বর্তমানে ৫২৫ জন ছাত্রের জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র ১৫ জন। শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্রের অভাব বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। ১টি ছাত্রাবাস থাকিলেও স্থানাভাবে দূরবর্তী বহু ছাত্র সেখানে থাকিতে পারে না। অর্থাভাবে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মও ব্যাহত হইতেছে। সিংড়া উপজেলা পরিষদ হইতে এই বিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত কোন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয় নাই।

মীর্জাগঞ্জ

মীর্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) হইতে এক সংবাদদাতা জানান, মীর্জাগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অবস্থিত বেসরকারী ১৭টি মাধ্যমিক এবং ৪টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত থাকায় সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। প্রতিটি বিদ্যালয়েই আর্থিক সমস্যা। আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। জরাজীর্ণ স্কুল গৃহে দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের ছোঁয়া লাগে নাই। কয়েকটি বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ বর্ষা মৌসুমে পানির নীচে ডুবিয়া থাকে [illegible] না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত খেলাধুলা করিতে পারে না। সারা মীর্জাগঞ্জ উপজেলায় একটি মাত্র বেসরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় উপ-জেলা সদর সুবিদখালীতে থাকিলেও এখানে ছাত্রীদের লেখাপড়ার নিরাপত্তা নাই। এই বালিকা বিদ্যালয়টির চারিদিকে নামে মাত্র টিনের বেড়া। সংস্কারের অভাবে বেড়াগুলি বর্তমানে এলোমেলো অবস্থায় কাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। উপজেলার দূরবর্তী ছাত্রীদের এবং শিক্ষিকাদের থাকার জন্য কোন হোস্টেল নাই। শিক্ষিকাগণ বিদ্যালয় সংলগ্ন সাইক্লোন সেন্টারে অতিকষ্টে বসবাস করিতেছেন।

মেহেরপুর

মেহেরপুরের সংবাদদাতা জানান, এই জেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর দুই যুগের মধ্যেও তেমন কোন উন্নয়নের ছোঁয়া না পাওয়ায় নানা সংকটে পতিত হইয়াছে।

বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক, ক্লাশ রুম, কমন রুম, বিজ্ঞান গবেষণাগার, লাইব্রেরী, মিলনায়তন ও বাউণ্ডারী দেওয়ালের অভাব রহিয়াছে। অর্থাভাবে কোন উন্নয়ন কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হইতেছে না।